দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সময় সঙ্কোচন জ্ঞানচর্চায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে

মহাপরিচালকের বিভ্রান্তিকর তথ্য

শাহজাহান শুভ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যখন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, ঠিক তখনি খোঁড়া অজুহাতে জ্ঞানচর্চার আঁধার হিসেবে খ্যাত কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সময় সঙ্কুচিত করায় বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চায় মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বিদ্যুত সাশ্রয়, পরবর্তীতে বই চুরি এবং গাঁজা খাওয়ার মতো ঠুনকো অভিযোগ এনে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার পর থেকে পাবলিক লাইব্রেরী বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে লাইব্রেরীর মহা-পরিচালক শফিকুল আলম মেহেদি একেকজনকে একেক ধরনের তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এক, সাংবাদিকদের সঙ্গে অন্য কথা বলেছেন।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী জ্ঞানচর্চার অন্যতম জায়গা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, আইসিএমবিএসহ আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষার্থী এখানে দিনরাত পড়াশোনা করেন। নিয়মিত শিক্ষার্থী ছাড়াও বিসিএসসহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এখানে রাতভর পড়াশোনা করেন। বিশেষ করে দিনে যারা নানা কারণে ব্যস্ত থাকেন এ ধরনের শিক্ষার্থীরা নিরিবিলি পরিবেশের কারণে এখানে আসেন।

তাছাড়া যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন মেসে বা হোস্টেলে থাকেন তাদের নির্বিঘ্নে পড়াশোনার ব্যবস্থা খুবই কম। তাদেরও একটা বড় অংশ পাবলিক লাইব্রেরীতে এসে রাতভর লেখাপড়া করেন। পাবলিক লাইব্রেরীর এন্ট্রি খাতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া এবং পেশার সঙ্গে যুক্তদের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী এখানে আসেন। শত শত শিক্ষার্থীর মিলিত জ্ঞানচর্চায় লাইব্রেরীর রাতের পরিবেশ চোখে পড়ার মতো। পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় জোরালো দাবি ওঠে পুরো সপ্তাহ ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার। এজন্য তারা আন্দোলনে নামে এবং সরকারের কাছে নানাভাবে আবেদন জানায়। এ আন্দোলন ও আবেদনের প্রেক্ষিতে বিগত সরকার সপ্তাহের ৫ দিন ২৪ ঘণ্টা লাইব্রেরী খোলা রাখার ব্যবস্থা করেন। গত ৩ বছর ধরে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী সপ্তাহের ৫ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হয়।

আকস্মিকভাবে গত বৃহস্পতিবার লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নাম করে রাত ৮টার মধ্যে লাইব্রেরী বন্ধের ঘোষণা দেয়। এর আগে কোন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ ব্যাপারে কাউকে জানানো হয়নি। লাইব্রেরীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে এ ঘোষণার প্রতিবাদ করে এবং তারা লাইব্রেরী ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ পুলিশ নিয়ে লাইব্রেরীতে ঢুকে ছাত্রদের বই, খাতা, ব্যাগ রেখে দিয়ে অপমান করে লাইব্রেরী থেকে বের করে দেয়। এমনকি তাদের বিপদ হতে পারে বলে শাসায় কর্তৃপক্ষ।

পরবর্তীতে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ নতুন অভিযোগ উত্থাপন করেন। তারা বলেন, রাতে এখানে কোন পড়ালেখা হয় না। ছাত্ররা বই চুরি করে নিয়ে যায়। লাইব্রেরীর মহাপরিচালক শফিকুল আলম মেহেদি বলেন, রাতে যারা পড়াশোনা করতে আসে তারা এখানে মারামারি করে আর গাঁজা খায়। তবে শিক্ষার্থী ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলে এ অভিযোগের কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। অভিযোগ আছে যে, লাইব্রেরীর কিছু কর্মকর্তার সহায়তায় কিছু বখাটে যুবক লাইব্রেরীর আশপাশে গাঁজার আসর বসায়। এজন্য কর্মকর্তাদের বখরা দিতে হতো বলে সূত্র জানায়। তবে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে লাইব্রেরীর মহাপরিচালক পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছে ভিন্ন কথা। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আখতার মোর্শেদ এ ব্যাপারে বলেন, লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ জনবলের সংকটের কারণে লাইব্রেরীর রাতের শিফট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি মহাপরিচালকের বরাত দিয়ে বলেন, গত ৩ বছর পরীক্ষামূলকভাবে ২৪ ঘণ্টা লাইব্রেরী খোলা রাখা হয়। কিন্তু এজন্য সরকার অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করেনি। জনবলের অভাবে রাতের বেলা লাইব্রেরী খোলা রাখলে কিছু অসৎ লোক বই চুরি করে নিয়ে যায়।

লাইব্রেরী বন্ধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশপাশের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় চরম ব্যাঘাত ঘটছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র ইমামুল হক শামীম বলেন, রাতের বেলা পাবলিক লাইব্রেরীর দৃশ্য সত্যিই উপভোগ্য। শত শত শিক্ষার্থী এখানে পড়তে আসে। তিনি বলেন, আশা করছি অবিলম্বে লাইব্রেরী খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরী খোলার দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা বলছেন, জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরী বন্ধ করে দিতে পারে না।